যুগান্তর
প্রিন্ট: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৪ এএম

শিক্ষাঙ্গন

রাকসু নির্বাচন

দুই-তৃতীয়াংশ ভোটার অনাবাসিক, বিপাকে হল সংসদের প্রার্থীরা

রাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১০ পিএম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মোট ভোটার প্রায় ২৯ হাজার। এর দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারই অনাবাসিক শিক্ষার্থী। এতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিপাকে পড়ছেন হল সংসদের প্রার্থীরা। এক্ষেত্রে দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী বেশি থাকায় কিছুটা সুবিধা পেলেও জটিলতায় পড়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

হল সংসদের প্রার্থীরা বলছেন, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। তবে দলীয়রা তাদের বিভাগের নেতাকর্মীদের মাধ্যমে অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সেই সুযোগ নেই। এ সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য প্রয়োজন শতভাগ আবাসিকতা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই। প্রথম ক্যাম্পাস ছিল পদ্মাপারের বড়কুঠিতে। ১৯৬৪ সালে মতিহারের ৭৫৩ একর জায়গায় বর্তমান ক্যাম্পাসে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ১২টি অনুষদের আওতায় ৫৯টি বিভাগ ও ৬টি উচ্চতর গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। তাদের জন্য আছে ১৭টি আবাসিক হল ও একটি আন্তর্জাতিক ডরমিটরি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ১১টি, মেয়েদের জন্য ৬টি হল। আন্তর্জাতিক ডরমিটরিতে থাকেন বিদেশি শিক্ষার্থী ও এমফিল-পিএইচডি পর্যায়ের গবেষকেরা। সব মিলিয়ে আবাসন সুবিধা আছে মাত্র ৯ হাজার ৬৭৩ জনের জন্য। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর ৩২ শতাংশ হলে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

এদিকে রাকসু নির্বাচনে ভোটার হতে পেরেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা। রাকসুর ভোটার হয়েছেন মোট ২৮ হাজার ৯০১ জন শিক্ষার্থী। ফলে মোট ভোটারের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আবাসিক সুবিধার আওতায় আছেন। এতে অনাবসিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগে বিপাকে পড়েছেন হল সংসদের প্রার্থীরা।

সাবেক সমন্বয়ক ও নবাব আব্দুল লতিফ হল সংসদের শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী নুরুল ইসলাম শহীদ বলেন, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের কানেক্ট করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ভোটার তালিকা দেখে আমাদের আগে

বিভাগ নিশ্চিত হতে হচ্ছে। পরে আমরা তাদের বিভাগে থাকা বন্ধু ও বড় ভাইদের সহযোগিতায় যোগাযোগ করছি। পুরো বিষয়টিতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

শহীদ শামসুজ্জোহা হলে মোট ভোটার প্রায় ১ হাজার ৩০০। তবে হলের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটারই অনাবাসিক। জানতে চাইলে হল সংসদের স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শিখর রায় বলেন, আমার হলে মোট ভোটার প্রায় ১৩০০ জন। যার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হলে থাকে, বাকি সবাই মেসে। আসলে অনাবাসিকদের রিচ করা খুবই টাফ হয়ে যাচ্ছে, যদি সবাই হলে থাকতো তাহলে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

শাহ মখদুম হল সংসদের বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী রাকিবুল ইসলাম স্বাধীন বলেন, আমাদের বিষয়টি হচ্ছে প্রথমে একটি বিভাগের একজনকে রিচ করতে হচ্ছে। পরে তার মাধ্যমে ওই বিভাগের বাকিদের রিচ করতে হচ্ছে। আমাদের জন্য এটা কষ্টকর। তবে আমরা শিক্ষার্থীদের থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি।

এ বিষয়ে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন বলেন, আমাদের দুটি হলের কাজ চলছে। কামারুজ্জামান হলে এ বছরের ডিসেম্বরেই শিক্ষার্থীরা উঠতে পারবেন। আরেকটি হলের নির্মাণকাজ আগামী জুনে শেষ হওয়ার কথা। এছাড়া পাঁচটি নতুন হল নির্মাণের প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে সরকারকে। শেরেবাংলা ফজলুল হক হল ভেঙে ১০ তলা ভবন করার প্রস্তাবও একনেকে পাঠানো হয়েছে। আবাসন সংকট সমাধানে তারা চেষ্টা করছেন বলে জানান তিনি।